ক্রিকেট তারকাদের প্রেম-বিয়ে

সাত বছর প্রেম করে বিয়ে করেছেন পিংকি-রোকন

evM`vb n‡q‡Q, msmvi GL‡bv ïi“ K‡ibwb Bfv-bwdm

লিখেছেন **সজল জাহিদ**

ফ্রেয়েডিয় প্রেম আর প্লাটোনিক প্রেমের নামে ভালোবাসাকে বিভক্ত করতে চান না বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হাবিবুল বাশার। স্ত্রী শাওনকে পাশে পেলেই কঠিন কঠিন শব্দের ওই কথাগুলোকে কেবলই ভাষার ম্যারপ্যাচ বলেই মনে হয় তার। একই স্রোতের ধারায় প্রবাহিত হন অধিনায়কত্বে তার সহকারী হয়ে থাকা খালেদ মাসুদ পাইলটও। জাতীয় দলের সাবেক এই 'পাইলট' কিন্তু আরেক দিক দিয়েও দলের কাপ্তান হয়েই আছেন। দলের সিনিয়র জুনিয়র একবাক্যে সবাই তাকে স্যালুট করেন। হেভি মেটাল মিউজিকের মতো কড়কড়ে প্রেমের ক্ষেত্রে খ্যাতি কুড়িয়েছেন তিনি। দলের জুনিয়রদের প্রতিনিধি নাফিস ইকবাল কিন্তু ভালোবাসার সম্মোহিত ফেনিল জলরাশিতে বিটোফেনের সুরের মূর্ছনা তোলেন। খালেদ মাহমুদ সুজন আর জাভেদ ওমর বেলিমের পর জাতীয় দলের কেউ আর এ বিষয়ে মুখ খুলতে চান না। কিন্তু কথা তো আর থেমে থাকে না। কথাও হাত পা গজায়। এগিয়ে চলে অলিগলির পথ ধরে। সাবেক তারকা এবং নব্য অনেক তারকার নামের ওপরও চলে যায় এমন অনেক রসালো গল্প। বাদ পড়েন না দেশের ক্রিকেটের কিংবদন্তিতুল্য তারকারাও। আকরাম খান, আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে এ ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান ছেড়েছেন সবাই। জাতীয় দলের নির্বাচকের দায়িত্ব পালন করা আতহার আলী যেমন

পিছনে পড়েন না, তেমনি তার সঙ্গে থাকেন তারই সহ-নির্বাচক গোলাম নওশের প্রিন্সও। মিনহাজুল আবেদীন নানুও থাকেন আলোচনায়।

রোমের লুপারকালিয়া থেকে ভালোবাসা দিবসের উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন। এ বক্তব্য নিয়ে মতদ্বৈততা থাকতে পারে। কিন্তু ক্রীড়াঙ্গনের তারকাদের নামে প্রচলিত রসালো গল্প নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই। বিদেশ বিভুঁইতে তো খেলা ভেদে তারকাদের নিয়ে প্রেমের গল্প আছেই। পাশপাশি দেশের ফুটবল কিংবদন্তি কাজী সালাউদ্দিন থেকে শুরু করে অধিকাংশ তারকার নামেই বিয়ের আগে প্রেমের গল্প প্রচলিত আছে। বিয়ের পরে প্রেম এবং আবার বিয়ে সেসব কথাও শোনা যায় কান খাড়া করলে। তবে ফুটবলে তারকা খ্যাতির পাশাপাশি হৃদয় মন্দিরের লড়াইয়েও খ্যাতি কুড়িয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক তারকা এমিলি। স্ট্রাইকার সাব্বিরও হাঁটেন গুরুদের দেখানো পথেই। তার আগে ইমতিয়াজ সুলতান জনিও কন্টকাকীর্ণ এ পথকে প্রশস্ত করেন। ওয়াসিম তো ফুটবল খেলতে খেলতেই নায়ক বনে যান। মাঠের লড়াইয়ের পর চিত্রজগতের রুপালি পর্দা তারও আগে কাঁপন তোলেন একাধিক হৃদয়ের দোলনায়। বর্তমান সময়ের আলফাজ, হাসান আল মামুন, আমিনুল বা বিপ্লব ভট্টাচার্যরা সময়ের টানেই দুলেছেন প্রেমের দোলায়। কিন্তু সত্যি বলতে কি বর্তমান সময়ের ফুটবল তারকারা আর আগের মতো তারকা হয়ে উঠতে পারছেন কই! তাই তাদের নিয়ে আলোচনাও তেমন একটা নেই। আলোচনা নেই শুটিংয়ের সাবরিনা-রিংকিদের নিয়েও। দু'জনই বাংলাদেশকে একাধিবার সাফল্যের পদক পরিয়ে দিয়েছেন। তারপরও তাদের প্রেম-বিয়ে-ভালোবাসা দিবসের ভালোলাগা- খোঁজ খবর করে না কেউ। শুটিংয়ে সোনার ছেলে আসিফের মনের খবর মনেই থাকে। পত্রিকার পাতায় জায়গা হয় না। সাঁতারের তারকা হয়েও সাবুরা খাতুন থেকে যান সবার অলখ্যে। খোঁজ পড়ে না অন্যান্য খেলার শীর্ষ তারকাদের হৃদয় উষ্ণতায়।

স্বপরিবারে হাবিবুল বাসার

অধিনায়কত্বের আগেই প্রেম তারপর বিয়ে

বাংলাদেশ ক্রিকেটের জাতীয় দলের অধিনায়কদের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ মিল হলো তাদের প্রায় সবাইই প্রেম করে বিয়ে করেছেন।

অধিনায়কদের মধ্যে প্রথম প্রেম করে বিয়ে করেন আকরাম খান

আকরাম খানের পর থেকে এই ধারা এগিয়ে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। আকরামের পর আমিনুল ইসলামও তার পত্নি খুঁজে নেয়ার আগে চুটিয়ে প্রেম করেছেন। বুয়েটের ছাত্রী শারমিন ফেরদৌসি জুঁই-এর সঙ্গে ক্রিকেটের পুল হুক ড্রাইভ বা বিভিন্ন শট নিয়ে আলোচনার চেয়ে রোমের যাজক সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে নিয়েই আলোচনা করেছেন বুলবুল। বারবার রোম সাম্রাজ্যের সেই রাজা ক্লডিয়াসকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এর পরের অধিনায়ক নাইমুর রহমান দুর্জয়ও। ক্লডিয়াসের সিদ্ধান্ত অমান্য করেই ভ্যালেন্টাইন বিয়ে করেন এক তরুণীকে। রাজা চেয়েছিলেন যুবকদের কাজ হবে সৈন্য হওয়া। তারা বিয়ে করবে না। অথচ বিয়ের পিঁড়িতে বসে তিনি যেমন ইতিহাসের জন্ম দিলেন তেমনি দুর্জয়-হ্যাপিকে সুযোগ দিলেন ভালোবেসে বিয়ের পিঁড়িতে বসার। পেশায় চাকরিজীবী হলেও হ্যাপিই হলেন টেস্ট পর্বে বাংলাদেশ ক্রিকেটের প্রথম ফার্স্ট লেডি।

দুর্জয়ের পর পাইলট যখন ক্যাপ্টেন্সির দায়িত্ব বুঝে নিলেন তখন দিবা অলঙ্কৃত করলেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের ফার্স্ট লেডির পদ। মাত্র ২২ দিনের প্রেমের অবসান ঘটিয়ে দুই জুটি একে অপরকে বিয়ের বাঁধনে বাঁধেন। এরপর খালেদ মাহমুদ সুজন আর রুমানা শারমিন জুটি। বর্তমানের হাবিবুল বাশার সুমন আর শাওন জুটিও চলেছেন একই ধারায়। প্রেম এবং বিয়েই যদি ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্ব পাওয়ার শর্ত হয়ে যায় তবে এ পথের পথিক হয়ে যেতে পারেন রাজিন সালেহ, তাপস বৈশ্য, মোহাম্মদ আশরাফুল, মানজারুলরাও। তবে সে পথে সবাইকে টপকে এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন নাফিস ইকবালই। দলের অন্যান্য তরুণ যুবাদের মনেও নিশ্চয়ই ঘুরে ফেরে আকরাম-বুলবুল-দুর্জয়-পাইলট-সুজন-সুমনের কথা। তাহলে তো আরেকটা রোম সাম্রাজ্যের জন্ম হবে ঢাকা। আর তাতে শিরোচ্ছেদের শাস্তি মাথা পেতে নিতেও তৈরি হবেন দলের তরুণ অনুগামী আফতাব, অলক, এনামুল, রাজ, নাজমুল এবং মাশরাফিরাই।

শাওনের সান্নিধ্যে পুরোটাই বাশারের ভালোবাসা দিবস

বিয়ের আগে এক বছরের প্রেম। আর বিয়ের পর আট বছরের। ভ্যালেন্টাইন ডে'কে সামনে রেখে শাওন-বাশার নিজেদের সম্পর্ক ভাগ করলেন এভাবে। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হাবিবুল বাশার তার সব কৃতিত্বের অংশীদারিত্বের ঘোষণা দিলেন সহধর্মিনী শাওনকে রেখেই। '৯৪'র শেষ দিকে পরিচয় এক বন্ধুর মাধ্যমে...। আর বলতে চাইলেন না।

'কুষ্টিয়া ছোট্ট মফস্বল শহর। রিকশায় এক সঙ্গে উঠলেই সবাই চিনে ফেলে।' খানিকটা আবেগাক্রান্তই হলেন বাশার। আফসোসও ফুটে বেরুল বুকের মধ্য থেকে। 'তখন তো আর মোবাইলের যুগ ছিল না। টেলিফোনও করা যেত খুব কম। কোনো এক মহিলা

wµ‡KUvi‡`i mnagxbxiv AvÇvq e¨¯Í

জোগাড় করে তাকে দিয়েই হয়তো কথা বলার ব্যবস্থা হতো। ভ্যালেন্টাইন ডে সম্পর্কে বাংলাদেশ ক্রিকেটের সবচেয়ে সফল অধিনায়কের সহজ স্বীকারোক্তি, দশ বছর আগে আমরা এই দিবস সম্পর্কে খুব একটা জানতাম না। আমাদের আগ্রহ ছিল পহেলা ফাল্গুন নিয়ে। আর এখন ক্রিকেট বাদে বাকিটা সময়ই বাশারের কাছে ভ্যালেন্টাইন ডে'র মতো। শাওনের কাছাকাছি থাকাই বাশারের পরম আরাধনা। বাশারও শাওনের জন্যে কম কিছু নন। বাশারের সাফল্য দেখতেই নিয়মিত মাঠে ছুটে যান তিনি। তবে মাঠের পারফরম্যান্স দিয়ে নন। ভালো ছেলেত্বের সার্টিফিকেট দিয়েই শাওনদের বাসার সবাইকে পটিয়েছিলেন বাংলাদেশ টেস্ট দলের সবচেয়ে সফল এই ব্যাটসম্যান।

বাইশ দিনের প্রেমে পালিয়ে বিয়ে করলেন পাইলট

প্রেম এর পর বিয়ে- রোমান্টিক এই নাট্যাংশে খালেদ মাসুদ পাইলটের চেয়ে এগিয়ে নেই কেউ। বর্তমান জাতীয় দলের সহ-অধিনায়ক হলেও প্রেমের নায়ে তিনিই 'পাইলট'। এ ক্ষেত্রে তার পূর্বসূরিদের উদাহরণ হয়েও দাঁড়িয়েছেন রাজশাহীর এই ক্রিকেটার। মাত্র ২২ দিনের প্রেমের পর ফারজানা ফারুখ দিবা'র গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছেন তিনি। আট বছরেরও বেশি আগের কথা। অনেক স্মৃতিতেই ধুলো জমেছে। কিন্তু ঝকঝকে উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৬-এর স্মৃতি। দু'পক্ষের কোনো অভিভাবকেরই তোয়াক্কা করেননি পাইলট-দিবা। নিজেরা

নিজেরাই বিয়ে করে বসেন। যথারীতি বাসা থেকে মেনেও নেয়নি। ওই বেদনা নিয়েই '৯৭'র আইসিসি টুর্নামন্ট খেলতে যান পাইলট। মালয়েশিয়া থেকে যখন আইসিসি টুর্নামেন্ট শেষে দেশে ফিরলেন তখন তিনি রীতিমতো জাতীয় বীর। সুতরাং শ্বশুর পক্ষও মেনে নিল সহজেই। কুয়ালালামপুরের উইকেটের সামনে পেছনে পাইলট যে লড়াইটা সেবার করেছিলেন তাতেই জয় হলো পাইলট-দিবারও। ভ্যালেন্টাইন ডে'র কথা তুলতেই পাইলট জানালেন, দিনটা বরাবরই আমাদের জন্যে বাড়তি উন্মাদনার। তবে দিন দিন বয়স বেড়ে যাওয়ায় সে উন্মাদনায় এনেছে ঘাটতি। বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলা খেলোয়াড়টি বাড়তি যোগ করলেন, প্রেমের সময় এদিন উদ্‌যাপনের সুযোগ পাইনি আমি। কারণ ব্যাখ্যা করলেন তিনি। হঠাৎ করেই বড় বোনের বাসায় দেখা হলো তার বাড়িওয়ালার মেয়ে দিবার সঙ্গে। এক দেখাতেই প্রেম। তারপর বাঁধ ভাঙা প্রেমের জোয়ারে দু'কুল প্লাবিত হলো। একজন জয় করে নিলেন আরেকজনকে। টেস্ট ও ওয়ানডে দু'ঘরানাতেই হাজার রান করা বাংলাদেশের দ্বিতীয় ব্যাটসম্যানটির মতে, তার ক্রিকেট কেরিয়ারে এতোটা উত্থানের পেছনে দিবার অবদান অনেকখানি। সামনের ভ্যালেন্টাইন ডে'তে দিবাকে পাইলটের পক্ষ থেকে তাই

সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়েছেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান।

সুজনকে দিয়ে সবার চাচি হলেন শারমিন

খালেদ মাহমুদ সুজন যদি হন 'চাচা' তবে রুমানা শারমিন 'চাচি'। ক্রিকেটের অনেকেই সুজনকে চাচা বলে সম্বোধন করেন। আবার পাশাপাশি রুমানা শারমিন 'চাচি' ডাকটিও বারবার শুনতে পান সুজনের চাচা হওয়ার কারণেই। রুমানার চাচি হয়ে ওঠার গল্প, সে আরেক নাটক সিনেমার কাহিনী। সিদ্বেশ্বরী মাঠে খালেদ মাহমুদ যখন বল-ব্যাটের ঝড় তোলেন, মাঠের বাইরের একজোড়া চোখ তখন বরাবরই এক জায়গায় আটকে যায়। চাচা-চাচীর গল্পটা তেমনই। ১৯৯১ সালের ১৩ মার্চ কাগজ-কলমে দস্তখতের মাধ্যমে এই বাঁধনে জড়িয়েছেন তারা। তারিখটা অবশ্য প্রথম দফায় ১৪ এপিল বলে ফেলেছিলেন মাহমুদ। টেলিফোনের ও প্রান্তে মাহমুদের

wµ‡KUvi‡` i A‡b‡K mRb‡K PvPv e‡jb Ww‡Kb

Awgbj Bmjvg ejej I Rv‡f` Igi

পাশে বসা রুমানাই তখন শুধরে দিলেন। তবে বিয়ের আগে চলেছে চার বছরের প্রেম। '৮৬ সালে সুজনের মা মারা যান। মা মারা যাবার চার মাসের মাথায়ই রুমানার মায়ার বাঁধনে আটকা পড়েন ওয়ানডে স্পেশালিস্ট এই অলরাউন্ডার। বললেন, 'আমার ক্রিকেট, আমার জীবন-জগৎ সব জায়গায়ই রুমানা। ও পাশে না থাকলে হয়তো ততোটা পথ পাড়ি দেয়া হতো না।'

বাংলাদেশ দলের সাবেক এই অধিনায়ক জানান, তাদের বিয়ের আগের সময়টাতে ভ্যালেন্টাইন ডে বলে তাদের জন্য কিছু ছিল না। তবে পহেলা ফাল্গুনও যে তারা খুব আনন্দে উদ্‌যাপন করতেন তেমনটি নয়। কিন্তু ভালোবাসার বন্ধন সব সময়ই থেকেছে অটুট।

ইভাকে নিয়ে ম্যারাথন ইনিংস শুরু করলেন নাফিস

ঢাকা টেস্টে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ম্যারাথন এক ইনিংস খেলেছিলেন নাফিস ইকবাল। এই ইনিংসটির কারণেই হয়তো বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন চট্টগ্রামের এই তরুণ। কিন্তু নাফিসের ভান্ডারে এরচেয়েও স্মরণীয় ইনিংস আছে। ৩ ফেব্রুয়ারি সেই ইনিংসের গোড়াপত্তন করলেন তিনি। এবার তার সঙ্গে জুটিবদ্ধ হলেন তাসলিমা মাকিম ইভা। এর আগে টানা ৪ বছর ইভার সঙ্গেই ওয়ার্মআপ ম্যাচ খেলছেন বাংলাদেশ দলের এই ওপেনার। জীবনের দ্বিতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন হলেও ঘরকন্যা এখনো শুরু করেননি নাফিস-ইভা। খুব তাড়াতাড়ি বাকি কাজটা শেষ হবে বলা হলেও নির্দিষ্ট সেই দিনের কথা জানেন না তাদের দু'জনের কেউই। নাফিস-ইভা কেউই চান না তাদের পেছনের সময় নিয়ে কথা বলতে। তাদের চাওয়া কেবল সামনের পানে এগিয়ে যাওয়া। ভ্যালেন্টাইন ডের কথা আসতেই খুশি খেলে গেল নাফিসের কণ্ঠে। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করা নাফিস বরাবরই পহেলা ফাল্গুনের চেয়ে ভ্যালেন্টাইন ডের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী এবং ইংলিশ মিডিয়াম একটি স্কুলের শিক্ষকতার সুবাদে ইভাও কম যান না। অন্যবার কেবল টেলিফোনের ওপর ভরসা করে থাকলেও এবার তাদের কাছে ১৪ ফেব্রুয়ারি ধরা দেবে অন্য রঙে রঙিন হয়ে। কি করবেন সেদিন? 'বলা যাবে না। 'সেল ফোনের অপর প্রান্তে নাফিসের কাছ থেকে উত্তর আসে। ইভাও বিশেষ কিছু বলতে চান না। তবে বিশেষ একটা দোয়া করতে ভুল হবে না তার। এদিক-ওদিক কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন, নাফিসের ইনিংসগুলো আরো বড় হোক। তাদের জীবনের ইনিংসের মতোই মোহনীয় আর স্মরণীয় ইনিংস চান তিনি। কিন্তু এটা তো মাঠের চাওয়া। মনের চাওয়া কোনটি? আবারও ইভার কাছ থেকে ঠোঁটকাটা জবাব। মাঠের চাওয়াটাই বাইরের মানুষের জন্য বললাম। ঘরের চাওয়াটা ঘরেই থাক। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজে যে রানের স্তূপ গড়ে বিয়ের সাজে সাজলেন নাফিস। তেমন রান করতে চান এর পরও। ইভার মুখে

হাসি ধরে রাখতেই তার এ চাওয়া। থাকলো মা, মাটি আর দেশের হিসাবও।

বুলবুলের চোখ গ্যালারিতে জুঁইকেই খুঁজে ফিরতো

বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটারদের মধ্যে একমাত্র আমিনুল ইসলামই এখন প্রবাসী। অস্ট্রেলিয়ায় তার সঙ্গে রয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার বউ শামীমা ফেরদৌস জুঁই। এমনি একটি বিদেশ ভ্রমণের পর দেশে ফেরার পথেই বিমানে বুলবুলের সঙ্গে জুঁইয়ের পরিচয়। তারপর যতবারই বুলবুল ঢাকার মাঠে বড় কোনো ম্যাচ খেলতে নেমেছেন, ততোবারই গ্যালারি থেকে বিশেষ দুটি চোখ খুঁজে ফিরেছে বুলবুলকে। অভিষেক টেস্টে ১৪৫ রানের ইনিংস খেলা বুলবুলও তখন গ্যালারিতে হাতড়ে ফিরতেন কিছু একটা। কাউকে বলতেন না কিছুই। তবে ভেতরে ভেতরে একটা কিছু অনুভব করতেন। ঢাকার একটি পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় দু'বছর আগে নিজের একটি লেখায় বুলবুল বর্ণনা করেছেন সেসব দিনের কথা। বিশ্বকাপে দু'ম্যাচে জয় পাইয়ে দেয়া অধিনায়ক বুলবুলের আগে রয়েছেন ওয়ানডে ম্যাচে প্রথম জয় পাওয়া অধিনায়ক আকরাম খান। তবে নিজের প্রেম-বিয়ে নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ তিনি। আবার আকরামের পূর্বসূরি মিনহাজুল আবেদীন দাবি করছেন, স্ত্রী আফরোজ আবেদীনের সঙ্গে বিয়ের আগে তার কোনো পরিচয় ছিল না। কিন্তু দুর্মুখেরা এসব শুনতে নারাজ।

বন্ধুর বোনের চোখেই বাঁধা পড়লেন আল শাহরিয়ার

জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর দলে নিজের জায়গা ফিরে পেতে আলশাহরিয়ার যতটা লড়াই করছেন, তার কানাকড়িও করতে হয়নি পিংকির ভালোবাসা পেতে। খুব সহজে পাওয়া গেলেও মেহজাবিন শাহরিয়ার পিংকির ভালোবাসায় প্রতিনিয়তই সজীব

জাতীয় দলে বাজে পারফরমেন্সের পরও সুমাইয়ার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পা‡"Qb হান্নান সরকার

সতেজতা পান আল-শাহরিয়ার রোকন। পাভেল নামের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বোন পিংকি। পাভেলদের বাসায় নিয়মিত যাতায়াত। সেই থেকে প্রেম। বিয়ের আগে তিন বছর আর বিয়ের পর সাড়ে ৪ বছর মোট সাড়ে ৭ বছরের প্রেম পিংকি-রোকনের। প্রতি বছর ভ্যালেন্টাইন ডে এলে এখনো পিংকিকে একটা কিছু উপহার দেয়া চাই রোকনের। তবে বিয়ের আগের সময়টাই এই বিবেচনায় খানিকটা উত্তেজনা আর মজায় কেটেছে রোকনের। একবার তো ভ্যালেন্টাইন ডে সামনে রেখে রোকন ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টায় পিংকিদের বাসায় পাঠিয়ে দিলেন বিশাল এক ফুলের তোড়া। আর তখন এমন পাগলামো না করলেও সারাক্ষণ পিংকির পাশে থাকা, তাকে সময় দেয়া, ভালোবাসা দিবসে এরচেয়ে ভালোবাসা আর কি হতে পারে? প্রশ্ন মিডলঅর্ডার এই ব্যাটসম্যানের। তবে পাশাপাশি এটাও মনে করিয়ে দিতে ভুলে যান না যে, যারা ভালোবাসে কেবল তারাই বুঝতে পারে ভালোবাসা দিবসের তাৎপর্য কি?

সুমাইয়ার ছোঁয়ায় শচীন হতে চান হান্নান

মাঠে বাজে পারফরমেন্স হান্নান সরকারের তারকাখ্যাতির ঔজ্জ্বল্য বেশ খানিকটা কমিয়ে দিয়েছে। ময়দানি লড়াইয়ে ছন্দপতন ঘটলেও হৃদয়ের দেনদরবারে আবার তিনি অনেককে টপকে গেছেন। সিরাজুম মুনিরা সুমাইয়াকে দেড় মাস হয় ঘরে তুলেছেন তিনি। গত ৩০ ডিসেম্বর বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন। তার আগে ৪ বছর চলেছে প্রেমের খুনসুটি। অভিভাবকদের হুমকি-ধামকি আর কড়া শাসনের মধ্য দিয়েই সুমাইয়া-হান্নান পার করেছেন সময়। হান্নান তখন এইচএসসি পরীক্ষার্থী আর সুমাইয়া মতিঝিল আইডিয়ালের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। হঠাৎই একজন বাঁধা পড়ে গেলেন আরেকজনের দৃষ্টিশক্তির বাঁধনে। দু'জনের বাড়িই শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জে। তাতে করে সুবিধা এবং অসুবিধা একই সঙ্গে ৪ বছর ভোগ করেছেন তারা। সুমাইয়ার বড় ৪ ভাইয়ের হাতে একাধিকবার ধরাও পড়েছেন দু'জন। তারপরও তারা ভ্যালেন্টাইন ডে উদ্‌যাপন করেছেন, শুভেচ্ছা জানিয়েছেন একে অপরকে। ২০০৩-এর ভ্যালেন্টাইন দিবসে হান্নান তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপ নিয়ে ব্যস্ত। তারপরও দীর্ঘ সময় কথা হয়েছে দু'জনের। বাংলাদেশের বাজে পারফরমেন্সের পরও সুমাইয়ার কাছ থেকে উজ্জীবনী শক্তি পেয়েছেন জাতীয় দলের এ ওপেনার। আর এ ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় সহায়ক ভূমিকা রাখায় এক ভাবীর কথাও কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করলেন বাংলাদেশ দলের এই টেস্ট ব্যাটসম্যান। নিজের কেরিয়ারে সুমাইয়ার অবদানের কথা বলতে বলতে একটা অভিযোগও করলেন

হান্নান। 'আমার বয়স ২৫। এ বয়সে বিয়ে করেছি বলে অনেক কথা শুনতে হয়েছে।' ক্ষোভের সুরে এর পরই শচীনকে উদাহরণ হিসেবে দাঁড় করালেন তিনি। 'শচীন তো ২২ বছর বয়সে বিয়ে করেছেন। তাকে তো উল্টো সবাই অভিনন্দন জানিয়েছে।' প্রেম-বিয়ে-ভ্যালেন্টাইন ডে এসব সম্পর্কে হান্নানের বক্তব্য হলো, 'ব্যাটে রান থাকলেও সব দোষ গিয়ে পড়ে প্রেম আর বিয়ের ওপর। কিন্তু পারফর্ম করলে তখন সুমাইয়াদের কৃতিত্ব দিতে চায় না কেউ।' জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া এই ওপেনার বললেন, খেলার কারণেই ভ্যালেন্টাইন ডের মতো দিনগুলোতে সুমাইয়াকে ছাড়া থাকতে হয়েছে। এবারও তেমনটা ঘটতে পারে জাতীয় লীগের ব্যস্ততায়। যদি ঢাকায় থাকতে পারেন তবে এবারই প্রথমবারের মতো ভয়হীন এবং আনন্দময়তার মধ্যে ১৪ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন করতে চান হান্নান।

জাভেদ, সানোয়ার, অপিও বাদ পড়েন না

টেস্ট দলের ওপেনার জাভেদ ওমরও কিন্তু পেছনে পড়ে থাকেন না। ব্যাটে তিনি যেমন অপেক্ষাকৃত রক্ষণাত্মক, তেমনি কথায়ও। স্ত্রী শাহেবানকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছেন তিনি। তবে বিয়ের আগের কোনো বিষয় নিয়ে মুখ খুলতে চান না জাভেদ। খেলা নিয়ে কথা বলতে গেলে মুখে কথার খই ফোটে। জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া সানোয়ার হোসেন এখন আরব আমিরাত-জিম্বাবুয়ে সফরে রয়েছেন। বিমানবালা স্ত্রীকেও নিজের পছন্দেই বিয়ে করেন মিডল অর্ডার এই ব্যাটসম্যান। ওয়ানডেতে বাংলাদেশের একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান মেহরাব হোসেন অপি। ব্যাটিংয়ের মতো প্রেম-বিয়েতেও তিনি একধাপ এগিয়ে। মুশফিক বাবু তো একজনের সঙ্গে ইয়ে করে বিয়ে করলেন আরেকজনকে। প্রেমের ক্ষেত্রে জাতীয় দলের সাবেক পেসার শফিউর রহমান বাবুর কথাও

এক ওভারে ২৪ রান নিলেও মেয়েদের ব্যাপারে উদাসীন আফতাব আহমেদ

জানেন সবাই। তিনি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রেমিকাকেই পুড়িয়ে মারলেন।

জাতীয় দলের তরুণদের চাপা কথার চাপাবাজি

জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের অধিকাংশই এখন বয়সে তরুণ। তরুণ এই অংশটার মধ্য থেকে নাফিস ইকবালকে সহজেই বাদ দেয়া যায় এক বিবেচনায়। আশরাফুল, রাজিন, আফতাব, তাপস, মাশরাফি, অলক, এনামুল, মানজারুল, নাজমুল, তালহা, রাজ- এদের কেউই এখনো জীবনের দ্বিতীয় ইনিংসে মাঠে নামেননি। তবে না বলতে চাইলেও অনেকেই এখন অব দ্য ফিল্ড প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছেন। কেউ কেউ আবার উপভোগ করছেন ভ্যালেন্টাইন ডে বা এমন কিছু। কিন্তু এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলেই যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না জাতীয় দলে তরুণ প্রজন্মের প্রথম প্রতিনিধি আশরাফুল। ভ্যালেন্টাইন ডে নিয়ে প্রশ্ন করতেই একেবারে ডাউন দ্য উইকেটে এসে সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। ভারতের দুলিপ ট্রফিতে বাংলাদেশ দলের অধিনায়কত্ব করতে যাওয়া আশরাফুলের বক্তব্য, প্রেম খেলায় যারা মশগুল তারাই এটা ভালো বলতে পারবেন। আমি ভাই বলটাকেই কেবল মাঠছাড়া করতে চাই। সাবেক সহ-অধিনায়ক রাজিন সালেহ্ বরাবরের মতোই রিজার্ভ। ভ্যালেন্টাইন ডে সম্পর্কে তার কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে শুনেই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তারপর একটা ভাব করলেন যেন, এ প্রশ্নের উত্তর তার নয় বরং দলের কোচ হোয়াটমোরেরই জানা আছে। কিন্তু বাংলাদেশ দলের সঙ্গে যেসব সাংবাদিক বিদেশ সফরে গেছেন তারা ভালোই জানেন রাজিনই সবচেয়ে বেশি টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কথা বলার ধরন দেখেও নাকি অনুমান করা যায়, ফোনের অপর প্রান্তে কে রয়েছে। চট্টগ্রামের আসকার দীঘিরপাড়ের কামরান হাউসের ছেলে আফতাব। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পঞ্চম ওয়ানডেতে চিগুম্বরাকে যেভাবে পিটিয়ে এক ওভারে ২৪ রান তুললেন, সেভাবেই সদা তৈরি থাকেন মেয়েদের এড়াতে। এটা তার নিজের ভাষ্য। কিন্তু খুলনার সাদামাটা মানজারুল ইসলামের কথাও সাদামাটা, 'সত্যি বলতে কি, ভ্যালেন্টাইন ডের সাড়া আমিও পাই। কিন্তু ক্রিকেট নিয়ে এতো ব্যস্ত থাকি যে, ওটা নিয়ে আর ভাবি না।' নড়াইল এক্সপ্রেসখ্যাত মাশরাফি বিন মুর্তোজা আগের মতোই ন্যালাভোলা। ভুলেও নাকি এসব মাথায় আনতে চান না তিনি। সফল ব্যাটে যতটা ঝলক দেখাতে পারেন, কথায় ততোটা নয়। সুতরাং ভ্যালেন্টাইন মানে যে ভালোবাসার দিন- এর বেশি আর এগুতে পারলেন না তিনি। রসিকের ছায়ায় বেড়ে ওঠা এনামুল হক এনামের ভালোবাসা বলতে তখনো মা। এর বাইরে আর কিছু ভাবতে চান না তিনি। ভ্যালেন্টাইন ডের মানেও তার কাছে মাকে ভালোবাসার দিন। নাম না প্রকাশ করার শর্তে একজন কিন্তু বলেছেন, ভ্যালেন্টাইন ডেতে বড় কোনো দলকে হারাতে পারলেই তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসাই তো তার আসল ভালোবাসা। এ ভালোবাসার বাঁধনে জড়িয়ে আছেন প্রতিটিই ক্রিকেটারই। তারপরও আলাদা করে ১৪ ফেব্রুয়ারিতে ম্যাচ জিতে ভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপন করার উপলক্ষ তারা খুঁজতেই পারেন।